সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫৫
WEEKLY BOOKLET:255

ফয়যানে ইমাম বাকের رحمۃ اللہ علیہ

স্বর্গের শিকল	৭
মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায়	১৭
মাওলা আলীর নিকট প্রথম খলিফা	১১
আহলে বাইতের গোলামের জন্য সুসংবাদ	২১

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে ইমাম বাকের رحمۃ اللہ علیہ

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই "**ফয়যানে ইমাম বাকের**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার প্রিয় সর্বশেষ নবী** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ও সাহাবা ও আহলে বাইতের গোলামী ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে স্থায়ীত্ব দিয়ে জান্নাতুল ফেরদাউসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

খাজায়ে খাজেগান, হযরত খাজা গোলাম হাসান সাওয়াগ প্রকাশ "পীর সাওয়াগ" رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: যখন অনেক দুঃখ ও বিপদ এসে যায় তখন অধিকহারে দরূদ শরীফই সকল সমস্যার সমাধান করে। **(ফুয়ুযাতে হাসাইনিয়া, ১৯৩ পৃষ্ঠা)**

মুশকিল জু সর পে আ'পড়ি তেরে হি নাম নে টালি
মুশকিল কোশা হে তেরা নাম তুঝ পর দরূদ ও সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অদৃশ্যের সংবাদ

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে পবিত্র আহলে বাইতের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাল্যকালে হাজিরী হন, যেহেতু শেষ বয়সে তার মুবারক দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে গিয়েছিলো তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে? তখন হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন বিন আলীউল মুরতাদা (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)। একথা শুনতেই হযরত জাবের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অগ্রসর হয়ে ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত চুম্বন করলেন আর বললেন: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনাকে সালাম ইরশাদ করেছেন, সেখানে উপস্থিতিরা তাঁকে আরয করলেন: জনাব! এটা কিভাবে হতে পারে? (কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখন জাহেরীভাবে ইন্তিকাল শরীফ করে নিয়েছিলেন।) এতে হযরত জাবের رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করলেন: একবার আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম এবং **তাঁর** মুবারক কোলে **রাসূলের** নাতি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ খেলছিলেন। **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে জাবের! আমার এই সন্তানের ঘরে

www.dawateislami.net

একজন ছেলে হবে, যার নাম হবে আলী (জয়নুল আবেদীন), যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন আওয়াজ প্রদানকারী আওয়াজ করবে: সৈয়্যদুল আবেদীন দাঁড়ান! তখন সে দাঁড়াবে। অতঃপর তার ঘরে একজন ছেলে জন্ম হবে যার নাম হবে মুহাম্মদ। হে জাবের! তুমি তাঁকে দেখবে, যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে আমার সালাম বলো। (সাওয়ায়েকুল মাহরাকা, ২০১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তেরে নসলে পা'ক মে হে বাচ্চা বাচ্চা নূর কা
তু হে আইনে নূর তেরা সব ঘরানা নূর কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জন্ম ও পরিচিতি

শাহজাদীয়ে কাওনাইন, হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর অন্তরের প্রশান্তি, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নাতি আর ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা, সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার পঞ্চম শায়খে তরীকত হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তাঁর মুবারক নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু জাফর ও উপাধী হলো বাকের, শাকের

www.dawateislami.net

ও হাদী (অর্থাৎ হেদয়াত প্রদানকারী)। তাঁর জন্ম শরীফ কারবালার ঘটনার প্রায় ৩বছর পূর্বে সফরুল মুযাফফর ৫৭ হিজরী জুমা মুবারকে মদীনা পাকে হয়েছিলো।

(মাসালিকিস সালিকিন, ১/৩১২। তারিখে মাশায়িকে কাদেরীয়া, ৭৫ পৃষ্ঠা)

সায়্যিদে সাজ্জাদ কে সাদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে
ইলমে হক দেয় বাকিরে ইলমে হুদা কে ওয়াসতে

বাকের বলার কারণ

তাঁকে বাকের বলার কারণ **"আস সাওয়ায়েকুল মাহরাকা"** কিতাবে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: বাকেরুল আরদ্ব মাটিকে বিদির্ণ করা ও এর গুপ্তধন বের করাকে বলা হয়, অনুরূপভাবে ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** বিধানাবলীর ভেতরের রহস্য ও জ্ঞানের গোপন ভান্ডার প্রকাশ করে এর হিকমত বর্ণনা করেন। তাছাড়া এটাও যে, "বাকের" জ্ঞানকে ছিন্নকারীকে বলা হয়, যেহেতু তিনি অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন, একারণেই তাঁকে বাকের বলা হয়েছে। (সাওয়ায়েকুল মাহরাকা, ২০১ পৃষ্ঠা) হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চারজন শাহজাদা ও তিনজন শাহজাদি ছিলো, আর এক বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচজন শাহজাদা ও দুই শাহজাদি ছিলো।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৬২১)

www.dawateislami.net

শানে ইমাম বাকের

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! **আল্লাহ পাকের** আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ যে, **তিনি তাঁর** প্রিয়দের সাথে আমাদের সম্পর্ক ও ভক্তি জুড়ে দিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের সম্পর্ক কিরূপ সুন্দর যে, ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের পীর ও মুর্শিদ এবং তাঁর মুবারক সত্তায় হাসানি ও হোসাইনি সৈয়দের সিলসিলা মিলে যায়, কেননা তাঁর সম্মানিতা আব্বাজান হলেন ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, আর তাঁর আম্মাজান হলেন রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদি। শুধু তাই নয় বরং মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথেও তাঁর গভীর আত্মীয়তা ছিলো, যেমনটি হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহজাদা হযরত মুহাম্মদ বিন আবু বকর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন, তাঁর শাহজাদা "হযরত কাসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদি হযরত ফারওয়াহ বিনতে কাসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর বিবাহ হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে হয়, সে সুবাদে তাঁদের থেকে সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারিয়ার ষষ্ট শায়খে

www.dawateislami.net

তরীকত হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম হয়, তো (এই হিসাবে) সিদ্দিকে আকবর সৈয়দদের নানা আর আলীউল মুরতাদা সৈয়দদের দাদা।" (মিরাতুল মানাজিহ, ১/৬২২)

সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতের ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতে এজামের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین ভালবাসা হলো মুক্তির পথ, কিয়ামতের দিন **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের অংশীদার হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইতের গোলামির ফিতা গলায় থাকা জরুরী। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, তেমনই পবিত্র আহলে বাইতের সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রতি স্নেহ ও মমতারও অসংখ্য ধরন রয়েছে, যেমনটি ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাতনি, ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদির নাম মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর মুবারক নামানুসারে ছিলো। তাঁর মাযার শরীফ আজও মিশরে বিদ্যমান রয়েছে এবং তাঁর মাযার শরীফের সাথে যেই মসজিদ রয়েছে তাকে তাঁরই সম্পর্কের কারণে মসজিদে আয়েশা বলা হয়। আশিকে সাহাবা

www.dawateislami.net

ও আহলে বাইত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কতইনা সুন্দর লিখেছেন:

আ'ল ও আসহাবে নবী কে জিস কদর
চাহনে ওয়ালে হে সারোঁ কো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বর্ণের শিকল

হাদীসে মুবারাকা বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা বর্ণনা করা হয় , এর মধ্যে মুহাদ্দীসিনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام হযরত ইমাম জাফর সাদিক থেকে ইমাম বাকেরের এবং তাঁর থেকে ইমাম জয়নুল আবেদীনের, আর তাঁর থেকে ইমাম হোসাইনের, হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم এর পক্ষ থেকে করা বর্ণনাগুলোকে **"সিলসিলাতুয যাহাব"** অর্থাৎ স্বর্ণের শিকল বলা হয়। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, ১০/৬৫৭, ৬২৮৭নং হাদীসের পাদটিকা)**

আ'ল ও আসহাবে নবী সব বাদশাহ হে বাদশাহ
মে ফকত আদনা গাদা আসহাব ও আহলে বাইত কা

জ্ঞানগর্ব ব্যাখ্যা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আতা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ব্যতীত ওলামাদের মধ্যে এমন কাউকে দেখিনি, যার পাশে ওলামাদের ইলমও কম পড়ে যায়,

www.dawateislami.net

আমি হাকাম বিন উয়াইনাকে তাঁর খেদমতে এমনভাবে বসতে দেখেছি, যেনো শিক্ষার্থী। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৭, হাদীস ৩৭৫৭)

জ্বীনেরা সমস্যার সমাধানের জন্য উপস্থিত হতো

এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো: আমি হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম, তখন লোকেরা বললো: তাড়াহুড়ো করো না, কেননা তাঁর নিকট আরো অনেক লোক বসে আছে এবং তিনি এখনো বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসেননি, এমন সময় ১২জন লোক টাইট জামা ও হাত পায়ে মোজা পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলো। তারা "السلام عليكم" বললো এবং চলে গেলো। যখন আমি হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত! এরা কারা ছিলো, যারা এখনই আপনার কাছ থেকে উঠে গেলো? তিনি বললেন: এরা তোমাদের ভাই জ্বীনজাতী ছিলো। আমি অবাক হয়ে আরয করলাম: আপনি কি তাদের দেখেন? বললেন: হ্যাঁ! যেমনিভাবে তুমি আমার নিকট হালাল ও হারামের ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করো, তেমনিভাবে তারাও এসে আমার নিকট মাসআলা শিখে। (শাওয়াহেদুন নবুয়ত, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আরবী ভাষায় শাজারা

আমার আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি দীর্ঘ তরীকতের শাজারা দরূদের সীগা সহকারে লিপিবদ্ধ করেন, তাতে হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কল্যাণময় আলোচনা এভাবে করেন:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمَوْلَى السَّيِّدِ الْاِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ﹰالْبَاقِرِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا

অনুবাদ: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি এবং সর্দার ও মাওলা মুহাম্মদ বিন আলী ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো এবং তাঁদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করো।

(তারিখ ও শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বারাকাতিয়া রযবীয়া, ১০৮ পৃষ্ঠা)

অনুরূপভাবে নিজের একটি ফারসি শাজারায় হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এই পংক্তির মাধ্যমে ফরিয়াদ করেন:

বাকিরা ইয়া আলিমে সাআদাত ইয়া বাহরাল উলুম
আয উলুমে খুদ বদফেয়ে জাহাল মা ইমদাদ কুন

অর্থাৎ হে ইমাম বাকের! আপনি সৈয়দদের অনেক বড় আলিম ও জ্ঞানের সমুদ্র। **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে দান

www.dawateislami.net

করা এই জ্ঞান দ্বারা আমার অজ্ঞতা দূর করে আমাকে সাহায্য করুন। (তারিখ ও শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বারাকাতিয়া রযবীয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা)

ইবাদত ও মুনাজাত

হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত পিতার ন্যায় অনেক বড় আবিদ ও যাহিদ এবং সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর শাহজাদা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত পিতা অর্ধরাতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন: "হে **আল্লাহ পাক**! তুমি আমাকে আদেশ দিয়েছো, কিন্তু আমি পালন করিনি, আমাকে নিষেধ করেছো কিন্তু আমি বিরত থাকিনি, তোমার এই বান্দা তোমার দরবারে উপস্থিত আর তার নিকট কোন অপারগতা নেই।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৭, হাদীস ৩৭৬০) হে **আল্লাহ পাক**! গভীর রাত এসেছে আর দুনিয়াবী বাদশাহদের শাসন শেষ হয়ে গেছে, আসমানে নক্ষত্র প্রকাশ পেয়েছে আর লোকেরা ঘুমিয়ে গেছে। হে **পাক পরওয়ার দিগার**! তুমি জীবিত, অবিনশ্বর এবং প্রত্যক্ষদর্শি, তোমার সত্তা পবিত্র তুমি ঘুম এবং তন্দ্রভাব থেকে পবিত্র, তোমার সত্তা কোন প্রার্থনাকারীকে খালি হাত ফিরিয়ে দেয় না। (তারিখ ও শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া বারাকাতিয়া রযবীয়া, ৮২ পৃষ্ঠা)

পায়ে হোসাইন ও হাসান ফাতেমা আলী হায়দার
হামারে বিগড়ে হুয়ে কাম দেয় বানা ইয়া রব

www.dawateislami.net

মুবারক স্বভাব

হযরত খালিদ বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন মুচকী হাসতেন তখন **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করতেন: "হে **আল্লাহ পাক**! আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। (সিফতুস সুফুয়া, ২/৭৮) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ আলী বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে হলদে রঙের তেহবন্দ (লুঙ্গি) পরিহিত অবস্থায় দেখলাম, তিনি ফরয নামায ব্যতীত দিন রাতে ৫০ রাকাত নামায আদায় করতেন। তাঁর মুবারক আংটিতে লিখা ছিলো: اَلْقُوَّةُ لِلّٰهِ جَمِيْعًا অর্থাৎ সমস্ত ক্ষমতা **আল্লাহ**র। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৭, হাদীস ৩৭৩৭)

মাওলা আলীর নিকট প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণনা করেন: হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বাইয়াত হয়ে যাওয়ার পর সাতদিন পর্যন্ত মানুষকে (বিনয় হিসাবে) বাইয়াত ভঙ্গ করার জন্য বলতে থাকতেন। সপ্তমদিন হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আগমন করলেন এবং আরয করলেন:

www.dawateislami.net

“আমরা আপনার নিকট করা বাইয়াত ভঙ্গ করবো না আর এরূপ চাইবো না, যদি আপনাকে উপযুক্ত মনে না করতাম তবে বাইয়াত করতাম না।” (রিয়াযুন নদ্বারা, ১/২৫২)

হোয়ে ফারুক ও ওসমান ও আলী জব দাখেলে বাইয়াত
বানা ফখরে সালাসিল সিলসিলায়ে সিদ্দিকে আকবর কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও হযরত ওমর ফারুকে আযমের ব্যাপারে

হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সকল সন্তানের এই বিষয় ঐক্যমত যে, হযরত আবু বকর ও ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর ব্যাপারে ঐ কথা বলবে, যা সবচেয়ে উত্তম হবে। (প্রকাশ্য যে, সবচেয়ে উত্তম কথা তাঁরই ব্যাপারে বলা হবে, যে সবচেয়ে উত্তম হবে।) (সাওয়ায়েকুল মাহরাকা, ৫২ পৃষ্ঠা)

যে তাঁকে সিদ্দিক বলবে না ...?

হযরত উরওয়া বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: আমি হযরত ইমাম বাকের আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে আরয করলাম: তরবারী সাজানোর ব্যাপারে আপনি কি

www.dawateislami.net

বলেন? তিনি বললেন: এতে কোন সমস্যা নাই, কেননা স্বয়ং হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ ও নিজের তরবারী সজ্জিত করেছেন। আমি আরয করলাম: "আপনি তাঁকে সিদ্দিক বললেন?" একথা শুনার সাথেসাথেই হযরত ইমাম বাকের رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং কিবলার দিকে মুখ করে বললেন: "হ্যাঁ! তিনি সিদ্দিক, হ্যাঁ! তিনি সিদ্দিক, হ্যাঁ! তিনি সিদ্দিক। আর যে তাঁকে সিদ্দিক বলবে না তবে **আল্লাহ পাক** তার কথাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সত্য করবেন না।"

(ফাযায়েলুস সাহাবা, ১/৪১৯, নম্বর ৬৫৫)

ওমর সে ভি ওহ আফযল হে ওহ ওসমান সে ভি আলা
একিনান পেশওয়ায়ে মুরতাদা সিদ্দিকে আকবর হে

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে ভালবাসার শিক্ষা

হযরত আব্দুল মালাক বিন আবু সুলাইমান رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত ইমাম বাকের رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ থেকে এই আয়াতে মুবারাকা

اِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো, **আল্লাহ** এবং **তাঁর রাসূল** ও ঈমানদারগণ, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং **আল্লাহ**রই সামনে নত হয়।

www.dawateislami.net

এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বলেন: "এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان।" আমি আরয করলাম: মানুষ বলে যে, এই আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ। বললেন: "তিনিও সাহাবায়ে কিরামেরই عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত।" (তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৪/২৮৯)

আহলে বাইতের ভালবাসার মিথ্যা দাবীদার

ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাবের জু'ফীকে বললেন: হে জাবের! আমি জানতে পেরেছি যে, ইরাকে কিছু লোক রয়েছে, যারা আমাদের (অর্থাৎ আহলে বাইতকে) ভালবাসার দাবী করে কিন্তু আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর শানে অসঙ্গত কথা বলে আর এরূপ বলে যে, আমি তাদেরকে এর আদেশ দিয়েছি, তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে এর থেকে মুক্তি প্রকাশ করছি। যদি আমি শাখাইনে করীমাঈন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) এর জন্য উচ্চ মর্যাদা ও রহমতের দোয়া না করি তবে আমার যেনো আমার **নানাজান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব না হয়। এই মনিষীদের থেকে **আল্লাহ পাকের** শত্রুরাই উদাসিন ও বিরক্ত হয়ে থাকে।

(আল বাদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৪৫৭)

www.dawateislami.net

শাখাইনে করীমাঈন থেকে পৃথক আহলে বাইত থেকে পৃথক

অপর এক সময় তিনি জাবের জু'ফীকে বলেন: কুফাবাসীদের নিকট এই বিষয়টি পৌঁছে দাও, যে শাখাইনে করীমাঈন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) এর শানে মন্দ আচরণ করে আমি তার থেকে দায়িত্বমুক্ত এবং (আমি) শাখাইনে করীমাঈন (অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا) এর প্রতি সন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا এর ফযিলত জানে না, সে সুন্নাত (অর্থাৎ হাদীস) সম্পর্কে অনবহিত।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৭, হাদীস ৩৭৫৩-৩৭৫৪)

উস ইমাম সে খোলা তুম হো ইমামে আকবর
থি ইয়ে হি রমযে নবী কেহতে হে হায়দার সিদ্দিক

আল্লাহ পাকের প্রশংসার অর্থবহ বাক্য

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বর্ণনা করেন: একবার আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বাকের رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ এর খচ্ছর হারিয়ে গেলো, তিনি বললেন: "যদি **আল্লাহ পাক** তা ফিরিয়ে দেয় তবে আমি এর জন্য এমন হামদ (অর্থাৎ প্রশংসা) বর্ণনা করবো, যা দ্বারা তিনি

www.dawateislami.net

সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।” কিছুক্ষণ পর **আল্লাহ পাক** তা জিন ও লাগামসহ ফিরিয়ে দিলেন, তিনি এতে আরোহন করলেন, যখন ভালোভাবে বসে গেলেন তখন কাপড় গুছিয়ে আকাশের দিকে মাথা তুললেন এবং “اَلْحَمْدُ لِلّٰه” বললেন, এটা ব্যতীত আরো কিছু বললেন না। যখন তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন বললেন: “আমি কি কিছু বাদ দিয়েছি বা বাকী রেখেছি? আমি তো সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ পাকের** জন্যই করে দিয়েছি।” (মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১/৪৯৭, হাদীস ১০৫)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের প্রতি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচার উপায়

ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি মদীনা শরীফে ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে **আল্লাহ পাকের** বাণী

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿۳۹﴾

(পারা ১৩, সূরা রা'আদ, আয়াত ৩৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ **আল্লাহ** যা চান নিশ্চিহ্ন করেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন; আর মূললিপি **তাঁরই** নিকট রয়েছে।

www.dawateislami.net

এর তাফসীরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ! আমাকে আমার সম্মানিত পিতা তাঁর দাদাজান আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আমি এই আয়াতের ব্যাপারে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন **তিনি** ইরশাদ করেন: "হে আলী! আমি এই আয়াতের সাথে তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি এবং তুমি সেই সুসংবাদ আমার পর আমার উম্মতকে শুনাবে যে, সঠিক পদ্ধতিতে সদকা দেয়া, কল্যাণ কামনা করা, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এগুলো দূর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তন করে, বয়স বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যু থেকে বাঁচায়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১৫৬, হাদীস ৮১৪০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিতামাতার সাথে সদাচরণ করা বিশেষ করে যখন তাদের সেবার প্রয়োজন হয় বা তারা যখন বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, এমন সময় সকল প্রকার তাঁদের সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়, সকল আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের উচিৎ, নিজের সহানুভূতিশীল আত্মীয়দের সাথেও সদাচরণ করুন, যদি তারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন

www.dawateislami.net

করে তবুও আমরা আত্মীয়তা রক্ষা করারই চেষ্টা করবো, কেননা যদি কেউ আপনার সাথে ভালো আচরণ করে আর আপনিও ভালো আচরণ করেন তবে তা অদল বদল হয়ে গেলো, উৎকর্ষতা তো তখনই যখন কেউ আমাদের সাথে সদাচরণ করলো না আর আমরা তার সাথে সদাচরণ করবো। হাদীসে পাকে রয়েছে; যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সম্পর্ক জুড়ে রাখো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে প্রদান করো আর যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। (মু'জামু আওসাত, ৪/১৬০, হাদীস ৫৫৬৭)

ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সবচেয়ে বেশি দ্রুত সাওয়াব অর্জনের কারণ হওয়া আমল হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা আর সবচেয়ে বেশি দ্রুত শাস্তির কারণ হওয়া আমল হলো বিদ্রোহ। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৯, নম্বর ৩৭৬৮) আত্মীয়দের সাথে শরীয়াতের বিনা কারণে সম্পর্ক ছিন্নকারীর ভয়াবহতা তো দেখুন, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শাহজাদা ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহচর্য থেকেও বেঁচে থাকার নসিহত করেছেন।

www.dawateislami.net

শাহজাদার নিজের শাহজাদাকে নসিহত

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "পাঁচ ধরনের মানুষের সহচর্য গ্রহণ করবে না এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলবে না আর সফরে তাদের সঙ্গীও হবে না।" আমি আরয করলাম: আমি আপনার প্রতি কুরবান! তারা কারা? বললেন: "ফাসিকের সহচর্য গ্রহণ করো না, কেননা সে তোমাকে এক বা একের কম গ্রাসের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে।" আমি আরয করলাম: গ্রাস থেকে কম দ্বারা কি উদ্দেশ্য? বললেন: "গ্রাসের লালসা করবে কিন্তু তা অর্জন করতে পারবে না।" আমি আরয করলাম: দ্বিতীয় ব্যক্তি কে? বললেন: "কৃপণের সহচর্যে বসো না, কেননা সে এমন সময়ে তোমার সম্পদ আটকে দিবে যখন তোমার এর অনেক প্রয়োজন হবে।" আমি আরয করলাম: তৃতীয় ব্যক্তি কে? বললেন: "মিথ্যুকের সহচর্যে বসো না, কেননা সে মরিচিকার মতো, যা তোমার নিকটস্তকে দূরে আর দূরেরজনকে নিকটে করে দিবে।" আমি আরয করলাম: চতুর্থ ব্যক্তি কে? বললেন: "বোকার সহচর্যে বসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা সে তোমার উপকার করার

www.dawateislami.net

চেষ্টায় ক্ষতি করে দিবে।” আমি আরয করলাম: পঞ্চম ব্যক্তি কে? বললেন: “আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহচর্যে বসা থেকে বিরত থাকো, কেননা আমি কিতাবুল্লাহর তিন স্থানে এরূপ মলউন (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে দূরে) পেয়েছি।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৫, হাদীস ৩৭৪৫) ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ছেলেকে বলেন: “হে বৎস! অলসতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা এগুলো সকল মন্দের চাবি, যদি অলসতার শিকার হও তবে হক আদায় করতে পারবে না আর যদি সংকীর্ণ মানসিকতার শিকার হও তবে সত্যের উপর ধৈর্যধারন করতে পারবে না।”

(সিফাতুস সাফওয়া, ২/৭৮)

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর যিয়ারত

হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা পাকের মহান তাবেয়ী ও অনেক বড় ফুকাহা ও মুহাদ্দীসের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে খাদিমুন নবী হযরত আনাস, হযরত জাবের এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর সাথে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং এই সকল মনিষীদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেন।

www.dawateislami.net

আহলে বাইতে পাকের গোলামের জন্য সুসংবাদ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! **আল্লাহ** ওয়ালারা নির্বাক প্রাণীদের ভাষাও বুঝতেন বরং তাদের ফরিয়াদে সাহায্যও করতেন, যেমনটি এক ব্যক্তির বর্ণনা হলো: আমি ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তি উপত্যাকায় সফর করছিলাম, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন এবং আমি একটি গাধার উপর আরোহী ছিলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম যে, কেউ পাহাড় থেকে নেমে তাঁর নিকটে আসলো এবং সে তাঁর খচ্চরের নজরদারী করতে লাগলো। একটি নেকড়ে তার হাত খচ্চরের জিনের সামনে রেখে অনেক্ষণ ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কথা বললো। অতঃপর তিনি সেই নেকড়েকে বললেন: "এবার তুমি ফিরে যাও, তুমি যা চাও আমি সেরূপ করে দিয়েছি।" নেকড়ে একথা শুনে ফিরে গেলো। অতঃপর তিনি তাঁর সাথীকে বললেন: তুমি কি জানো এই নেকড়ে আমাকে কি বলেছিলো। সে আরয করলো: **আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল** এবং **তাঁর** সন্তানই (অর্থাৎ আপনিই) ভালো জানেন। তিনি বললেন: নেকড়ে ফরিয়াদ করছিলো; আমার বাচ্চা হবে, এব্যাপারে দোয়া করে দিন এবং **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের দরবারে আরয করুন যে, **তিনি** যেনো আমার বংশের কারো দ্বারা আপনার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের উপর আক্রমন না করায়। অতএব তিনি তাঁর আবেদন **আল্লাহ পাকে**র দরবারে উপস্থাপন করে দিলেন।

(শাওয়াহেদুন নবুয়ত, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

সাহাবা কা গাদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদেম
ইয়ে সব হে আ'প হি তি তো ইনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিযিক প্রার্থনা

একবার ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাখিদের আওয়াজ শুনে পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে বললেন: জানো তারা কি বলছে? সে আরয করলো: না। বললেন: "তারা আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করে আজকের রিযিক প্রার্থনা করছে।" **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৯, হাদীস ৩৭৬৬)**

ইমাম বাকেরের সাথে ইমামে আযমের সাক্ষাত

হানাফী ফিকাহ শাস্ত্রের অনেক বড় আলিমে দ্বীন, হযরত ইমাম আবু ইউসুফ বর্ণনা করেন: আমি আমার ওস্তাদ কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম, ইমামে আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরয করলাম: আপনার কি ইমাম বাকের

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাত হয়েছে? তখন তিনি বললেন: জি! আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি এবং আমি তার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি এর অনেক সুন্দর উত্তর প্রদান করেছেন, যা আমি তাঁর পূর্বে আর কারো নিকট শুনিনি। (তারিখে মাশায়িকে কাদেরীয়া রযবীয়া বারাকাতিয়া, ৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শাহজাদায়ে আলী ওয়াকারের প্রতি বেয়াদবীর পরিণতি

একবার বাদশাহ হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে مَعَاذَ الله শহীদ করা ইচ্ছায় নিজের কাছে ডাকলো। যখনই তিনি বাদশাহের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন বাদশাহ ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো এবং কিছু উপহার প্রদান করে খুবই আদব ও সম্মানের সহিত বিদায় দিতে লাগলো। তিনি চলে যাওয়ার পর লোকেরা বাদশাহকে বললো: তুমি কি তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছায় ডাকনি? বাদশাহ বললো: ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে এলো তখন আমি দু'টি ভয়ঙ্কর সিংহকে দেখেছি, যারা তাঁর ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে আমাকে বলছিলো, যদি তুমি সামান্য পরিমাণ বেয়াদবী করো তবে আমরা তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবো।

(তারিখে মাশায়িকে কাদেরীয়া রযবীয়া বারাকাতিয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ইমাম বাকেরের বাণী সমূহ

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর বাণীসমূহ আমাদের জন্য চলার পথের প্রদীপ অর্থাৎ জীবন ধারনের অনন্য উপায় হয়ে থাকে, এর উপর আমল করে আমরা নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানাতে পারি, তাছাড়া তাঁদের সংক্ষিপ্ত বাণীতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অমূল্য ভান্ডার থাকে। ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কিছু বাণী লক্ষ্য করুন:

- খারাপ লোকের সালাম খারাপ কথাবার্তা। (অর্থাৎ খারাপ লোক নিজের কথা খারাপ বাক্য দ্বারা শুরু করে থাকে।)

(সিফাতুস সাফওয়া, ২/৭৭)

- প্রতিটি জিনিসের কোন না কোন আপদ থাকে, আর ইলমের আপদ হলো ভুলে যাওয়া।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৪৫৬)

- ঐ আলিম, যার জ্ঞান দ্বারা উপকারীতা অর্জন করা যায়, হাজারো আবিদ থেকে উত্তম।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৪, নম্বর ৩৭৪০)

- **আল্লাহ পাকের** শপথ! এক আলিমের মৃত্যু অভিশপ্ত শয়তানের ৭০জন আবিদের (অর্থাৎ ইবাদতকারী) মৃত্যুর চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। (সিফতুস সাফওয়া, ২/৭৭)

www.dawateislami.net

❖ “তিনটি আমল সবচেয়ে বেশি কঠিন: (১) সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** যিকির করতে থাকা (২) নিজের প্রতি ন্যায় বিচার করা এবং (৩) অভাবগ্রস্থ মুসলমান ভাইকে আর্থিক সাহায্য করা।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, ৯ম পারা, আনফাল, ৪৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৭৫)

❖ ঝগড়া বিবাদ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তা অন্তরকে বিগড়ে দেয় ও নিফাক সৃষ্টি করে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৫, নম্বর ৩৭৪৯)

❖ **আল্লাহ পাকের** আয়াতে অযথা বিতর্ককারী লোকেরাই ঝগড়াটে বলে গণ্য করা হয়েছে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৬, নম্বর ৩৭৫০)

❖ হযরত সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** এই বাণী:

اُولٰٓىِٕكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাসাদ পুরস্কারস্বরূপ লাভ করবে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান স্বরূপ।

এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন: (এই উপহার তাকে) দুনিয়ায় অভাব ও অনটনে ধৈর্যধারন করার কারণে পাবে।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, ১৯ম পারা, ফুরকান, ৭৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৮৫)

www.dawateislami.net

❖ “আমার এক ভাই রয়েছে, যে আমার নিকট খুবই সম্মানিত এবং আমার নিকট তাঁর মহত্বের কারণ হলো; তার দৃষ্টিতে দুনিয়ার নিকৃষ্ট হওয়া।” (সিফতুস সাফওয়া, ২/৭৮)

❖ যাতে সৌন্দর্য ও নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে সমস্ত কল্যাণ ও প্রশান্তি প্রদান করা হয়েছে আর দুনিয়া ও আখিরাতে তার অবস্থা উত্তম হবে আর যে সৌন্দর্য ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রইলো তবে তা হলো সকল মন্দ ও গুনাহের পথ, কিন্তু যাকে **আল্লাহ পাক** তা থেকে নিরাপদ রাখে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৮, নম্বর ৩৭৬২)

❖ আব্দুল্লাহ বিন ওয়ালিদের বর্ণনা হলো: হযরত মুহাম্মদ বিন বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে কি কেউ নিজের ভাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে নিজের চাহিদা অনুযায়ী কিছু নিতে পারে?” আমি আরয করলাম: না। বললেন: “তবে তোমাদের মাঝে সেই ভ্রাতৃত্ব নেই যা তোমরা মনে করো।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৮, নম্বর ৩৭৬৩)

❖ “তোমার ভাইয়ের অন্তরে তোমার কতটুকু ভালবাসা রয়েছে, তার অনুমান তুমি এই বিষয় দ্বারা করো যে, তোমার অন্তরে তোমার ভাইয়ের প্রতি কতটুকু ভালবাসা রয়েছে।” (সিফতুস সাফওয়া, ২/৭৯)

www.dawateislami.net

❖ জাবির জু'ফীকে বলেন: "হে জাবের! দুনিয়াকে ঐ জায়গার মতো মনে করো, যেখানে তুমি কিছুক্ষনের জন্য অবস্থান করেছো, অতঃপর চলে গেছো, ঐ সম্পদের মতো মনে করো, যা তুমি স্বপ্নে পেয়েছো কিন্তু যখন চোখ খুললে তখন তোমার হাতে কিছুই নেই। দুনিয়া বুদ্ধিমান এবং **আল্লাহ** পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাতদের জন্য ছায়ার মতো। ব্যস তুমি **আল্লাহ পাকের** নিকট নিজের দ্বীন ও জ্ঞানের নিরাপত্তা প্রার্থনা করো।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২১৮, নম্বর ৩৭৬৫)

❖ হযরত আমর বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "নিজের পছন্দনীয় জিনিসের মধ্যে আমি **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করি যদি কোন কিছু আমাদের পছন্দের পরিপন্থি হয় তবে **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় জিনিসে আমি তাঁর অবাধ্যতা করিনা।" **(শুয়াবুল ঈমান, ৭/২৪৪, হাদীস ১০১৭১)**

❖ "**আল্লাহ পাকের** সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো **তাঁর** নিকট প্রার্থনা করা আর বিপদকে দোয়া দ্বারাই দূর করা যায়। সবচেয়ে দ্রুত সাওয়াব অর্জনের কারণ হওয়ার আমল হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং সবচেয়ে দ্রুত শাস্তির কারণ হওয়া আমল হলো বিদ্রোহ। মানুষের ত্রুটিপূর্ণ

www.dawateislami.net

হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তারা মানুষের মধ্যে এই ত্রুটি দেখে যা নিজের মধ্যে দেখা থেকে অন্ধ থাকে আর মানুষকে এই বিষয়ে আদেশ দেয় যা নিজের থেকে দূরে রাখতে পারে না এবং নিজের সাথীকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়।" (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬/৪৫৭)

ইন্তিকাল শরীফ

হযরত ইমাম বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল শরীফ ৭ যুলহিজ্জাতুল হারাম ১১৪ বা ১১৭ হিজরীতে হয়েছে। (শরহে শাজারায়ে কাদেরীয় রযবীয়া আত্তারী, ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা) পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বীতে হযরত আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযার শরীফের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। (জামেয়ে কারামাতিল আউলিয়া, ১/১৬৪) তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী তাঁকে তাঁর নামাযের পোষাক দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সত্যিকার সাহাবা ও আহলে বাইতের গোলাম বানাও এবং তাঁদের গোলামীতে জীবন মরন নসীব করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়জানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫০৩২৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net